234

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রোববার ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির 'গণশিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষক সমাজ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। মঞ্চে ডান দিক থেকে তথ্য ও বেতারমন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ও বিএনপির মহাসচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে —দৈনিক বাংলা

শিক্ষিতদের প্রতি নিরক্ষরতা মোচনে নেতৃত্ব দেয়ার আহ্বান

১ কোটি লোককে এ বছর সাক্ষর করা হবে: জিয়া

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে অভিযান চলছে, তাতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিক্ষিত সমাজের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে রোববার বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির 'গণশিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষক সমাজ' শীর্ষক দু দিনব্যাপী এক সেমিনার উদ্বোধন করছিলেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষাই একটি জাতির শক্তি।

শিক্ষাই একটি জাতিকে দেয় দিক নির্দেশনা। যে দেশের বিপুল জনসংখ্যা নিরক্ষর, সে দেশ সবচেয়ে দুর্ভাগা দেশ। তিনি আরো বলেন, যদি এত অধিক সংখ্যক লোক নিরক্ষর না থাকতো তাহলে আমাদের এত দুরবস্থা হতো না।

অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের উপনেতা ও বিএনপির মহাসচিব ডঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীও ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, তথ্য ও বেতার মন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন এবং যুব প্রতিমন্ত্রী জনাব আবুল কাশেম বিশেষ অতিথি হিসাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভানেত্রীত্ব করেন সমিতির সভানেত্রী মিসেস জাহানারা বেগম।

প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে বলেন, গত বছর প্রায় ২৫ লাখ লোককে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা হয়েছে। এ বছর এক কোটি লোককে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হবে। এত অল্প সময়ে বিশ্বের আর কোন দেশে এত অধিক সংখ্যক লোককে স্বেচ্ছাভিত্তিতে অক্ষরজ্ঞান দান করা হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন যে অতীতের শোষকরা এ দেশের জনগণকে শিক্ষিত করতে চায়নি। কারণ দেশের জনগণ শিক্ষিত হয়ে উঠলে স্বাধীনতা দাবী করবে। জনগণকে অশিক্ষিত রেখে অতীতের শোষকরা চেয়েছিল তাদের শোষণকে চিরস্থায়ী করতে।

তিনি বলেন, দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা আমাদের দায়িত্ব। তাই সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আমরা স্বেচ্ছাভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার, স্থানীয় সংস্থা এবং প্রশাসনের যৌথ প্রচেষ্টায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের বৈপ্লবিক কর্মসূচীর অগ্রগতি হচ্ছে।

তিনি বলেন খাল খনন ও নিরক্ষরতা মুক্ত করার ন্যায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে গ্রামের জনগণকে নেতৃত্ব প্রদান ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য গ্রাম পর্যায়ে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন সমালোচকরা এটা একটি 'রাজনৈতিক চাল' বলে সন্দেহ করত। কিন্তু এটা কোন রাজনৈতিক চাল নয়।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খাল খনন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রয়োজন তা আমাদের নেই। সরকারের পক্ষে একা এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে আমাদের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে। তিনি বলেন এ বছর সাত শ খাল খননের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। এক কোটি যুব কর্মী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে নিয়োজিত রয়েছে। জনগণকে কাজ করার অধিকার ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অতীতে এ অধিকার ছিল না। তিনি আরো বলেন যে দিনে দিনে গ্রামের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে জনগণকে নেতৃত্ব এবং দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য শিক্ষিত সমাজের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ রাখার ক্ষেত্রে সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির ভূমিকা তিনি প্রশংসা করেন। সমিতির গণশিক্ষা কার্যক্রমে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গণশিক্ষা কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য তিনি এক লাখ টাকা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে ঢাকা কলেজের মিলনায়তন উন্নয়নের জন্য ৩ লাখ টাকা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।

বিএনপির মহাসচিব ডঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী তাঁর ভাষণে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য খাল খনন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সরকারের শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানকে সফল করতে তিনি শিক্ষিত সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।